মূর্ছনা

www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত

suman_ahm@yahoo.com

নাহ, সত্যি আর পারা যাচ্ছে না কাজের এই বউটাকে নিয়ে। দুদিন আসে তো পরের কদিন উধাও। ফিরে এসে ঝুড়ি ঝুড়ি অজুহাত। এক-আধদিন হয়, আলাদা ব্যাপার,

কিন্তু এ যে প্রায় রোজকারের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত পরশু আসেনি। সে না হয় ধরে নেওয়া গেল যে অসুবিধায় পড়েছিল, তাই আসেনি। তা বলে আজও আসবে না! ... সুনীতি রাগে গজ গজ করতে লাগলেন। আটটা বাজতে এখন মাত্র মিনিট সাতেক বাকি। অথচ ঘরের কাজকর্ম, বাসন পরিষ্কার, ব্রেকফাস্ট, ঘর গোছা, এটা ওটা, কিছুই রেডি হয়নি এখনও।

ওদিকে নীহার একবার শুনিয়ে দিয়েছেন, 'কী হল? এত বেলা হয়ে গেল, তবু এক কাপ চা পেলাম না এখনও!'

অঙ্গন কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বই পড়েছে। ঘুম ভাঙতে আজ একটু দেরি হবে তাই রক্ষা, নইলে ব্রেকফাস্টের জন্যে চেঁচিয়ে পাগল করে ছাড়ত এতক্ষণে।

সুনীতি ব্যালকনিতে এসে দেখলেন পাশের ফ্ল্যাটের কুর্চি বাসু ব্রাশ মুখে পুরে জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চুখে-মুখে ঔৎসুক্য, 'কী ব্যাপার দিদি, কী হয়েছে?'

কুর্চি বাসুকে তেমন পছন্দ করেন না সুনীতি। মেয়েটির দেখনদারি স্বভাব আছে। আর আছে টাকার দেমাক। রূপেরও। সচরাচর তাই ওকে এড়িয়ে চলেন সুনীতি।

অন্য সময় হলে কী করতেন বলা যায় না। হয়তো শুনতে পাননি ভাব দেখিয়ে সরে আসতেন। কিন্তু আজ তা করলেন না।

'তোমাদের কাজের বউটা আজ এসেছে গো?'

'কে? পূর্ণিমা? সে তো কখন কাজ সেরে দিয়ে চলে গেছে! তা ধরুন প্রায় আধ ঘন্টা মতো হয়ে গেল।'

'ও। এই দ্যাখো না, আমাদের কাজের বউটা আজও আসেনি। কী করে পারি বলো ভাই? রোজ রোজ যদি এমন করে!'

'কে? সন্ধ্যা তো? এ একটু ওরকমই দিদি। জানি তো। আপনারা আসার আগে তো ওকে দিয়েই কাজ করাতাম। দেরি করে আসত, তেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও না। ওই তো চেহারা। কেন রাখব বলুন? তাই ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম।'

মুখে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে তুললেও সুনীতি কিন্তু মনে মনে রেগে গেলেন। ডাহা মিথ্যে কথা। পুরোটা বানানো। আশেপাশের অনেকেই জানে সন্ধ্যা একসময় কুর্চিদের ফ্ল্যাটে কাজ করত ঠিকই, কিন্তু বড় মেয়েটা হওয়ার সময় কাজ ছেড়েছিল সন্ধ্যা নিজেই। তারপর আর বহাল হয়নি। তা ছাড়া সন্ধ্যার গায়ের রং কালো, সে শ্রীহীনা -- একথা সত্যি। তা বলে কাজের ব্যাপারে মোটেই অপরিচ্ছন্ন নয়। বরং উল্টো। তাই তো এদিকে ওর এত চাহিদা।

এদিকে কুর্চি বাসু বলে চলেছে, 'সেদিক দিয়ে পূর্ণিমা অনেক ভাল। যেমন কাজের তেমনই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কামাইও বেশি একটা করে না। কদিন আগে তো কৃষ্ণাদি ধরেছিল ওকে দিয়ে কাজ করাবে বলে। আমি অবশ্য পূর্ণিমাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি, নিলে দু-একশো বেশিই নাও, কিন্তু ছটা থেকে আটটা পর্যন্ত অন্য কোথাও কাজ ধরা চলবে না তোমার। আমার সংসারে কাজ কি কম ? বলুন দিদি ?'

মনে মনে হাসলেন সুনীতি। কুর্চির সংসারে মাত্র দুজনই লোক। নওল বাসু আর কুর্চি। অথচ কাজের ফিরিস্তি অন্তত দশ-পনেরোজনের। হাসি পাবেই। মুখে অবশ্য বললেন, 'সেই তো ! সংসার থাকলে কাজ তো থাকবেই।'

কুর্চি বলল, 'তবে আপনার ক্ষেত্রে আলাদা ব্যাপার। আপনি চাইলে ওকে আটকাব না। যেদিন থেকে বলবেন, সেদিন থেকেই পাবেন পূর্ণিমাকে। যদি চান তো কাল থেকেই শুরু করাতে পারেন। আমি বলে দেব না হয়। আমি বললে ও 'না' করবে না।'

সুনীতি বললেন, 'না, এখনই না। দেখি আর দু-একদিন। তারপর তো তোমরা আছই।' বলে সরে এলেন ব্যালকনি থেকে।

কিচেনে এলেন। রাতের এঁটো বাসনগুলো ডাঁই হয়ে পড়ে রয়েছে। সন্ধ্যা যদি না আসে, তা হলে এগুলো আজ তাঁকেই পরিষ্কার করতে হবে। তাঁকেই। সুনীতির কান্না পেয়ে গেল। রান্নার মাসিও সাতদিনের ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। সে থাকলে কিছুটা ম্যানেজ করা যেত। কিংবা আজ যদি তাঁর খুব ভোরে ঘুমটা ভাঙত।

কদিন ধরে ব্যস্ততা চলেছে অবশ্য। আগামী ছাব্বিশে অগাস্ট মুরারিপুকুরে একটা বোবা মেয়েকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে তাঁদের মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে লালবাজার থানা ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তার জন্যে

এখানে-ওখানে মিটিং-বক্তৃতা চলছে কদিন ধরে। ফিরতে কিছুটা রাতও হচ্ছে। তার উপর আবার গীতা সেনশর্মার বাড়িতে পার্টি ছিল গতকাল। সে জন্যে তো বটেই, তা ছাড়া ভোরবেলায় ওঠার অভ্যাস তাঁর কোনওকালেই ছিল না। আজও তাই ঘুমটা ভাঙেনি ভোরবেলায়।

নিজের ত্রুটির কারণে খানিকটা রাগে রাগে এবং অভিমানের সঙ্গে গ্যাস-ওভেনে নিজেই চা বসালেন সুনীতি। আর কিছু না হোক, চা তো হোক আগে।

নীহার এ সময়েই কিচেনে এসে মুখ বাড়ালেন, 'এই সুনীতি, আজকের পেপারটা পাচ্ছি না কোথাও। একটু দেখবে ?'

সুনীতির রাগটা যেন তখনই চড়াৎ করে একেবারে মাথায়, 'পেপার কি আমি কিচেনে নিয়ে বসে আছি ? নিজে একটু খুঁজে নিতে পারছ না। আশ্চর্য ! এদিকে আবার চা কই -- চা কই বলে তো মাথা খারাপ করে ফেলছ !'

এভাবে কখনও কথা বলেন না সুনীতি। অন্তত তাঁর সঙ্গে। নীহার তাই ভুরু কুঁচকালেন। কিন্তু কিচেনের পরিস্থিতি তাঁর চোখে ধরা পড়াতেই মনটা হালকা হয়ে এল। বললেন, 'কী ব্যাপার ? তোমার সেই কাজের বউটা আজ আসেনি নিশ্চয় ?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে পা দাপিয়ে বাইরে চলে গেলেন সুনীতি। ফিরে এলেন সেদিনের নিউজ পেপারটা নিয়ে, 'পেপার পেপার করছিলে, এই নাও পেপার। ব্রেকফাস্ট তো আজ আর হবে না। বসে বসে খবর গেলো গিয়ে যাও।'

নীহার বুঝলেন এ সময়ে মুখ বুজে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। তাই কথার পিঠে কথা না বাড়িয়ে পেপারটা নিয়ে চলে গেলেন ব্যালকনিতে।

সন্ধ্যা অবশ্য কাজে এল আজ। তবে এল সাড়ে আটটার দিকে। এসে কলিংবেল টিপছে তো টিপছেই আর ডাকছে, 'বউদি, ও বউদি।'

সুনীতি শুনতে পাচ্ছেন সব। কিন্তু যেন শুনতেই পাননি এমন ভাব করে ব্যস্ত রইলেন ঘরের মধ্যে।

কলিংবেলে ব্যর্থ হয়ে সন্ধ্যা গেটের কাছ থেকে সরে গিয়ে পুবদিকের একটা জানলার কাছে এসে ডেকে যেতে লাগল একইভাবে।

জয়ের একটা চাপা হাসি সুনীতির চোখে-মুখে, থাক, ডাকুক। ডেকে যাক যতক্ষণ পারে। একটু দরদ দিলে, ভাল করে দুটো কথা বললে এরা মাথায় চড়ে বসে। তারপর নামাতে গেলেই ন্যাকা ন্যাকা কান্না। রাবিশ একেবারে। সুনীতি ঘরের মধ্যে খুটখাট শব্দ করতে লাগলেন। শোনাতে লাগলেন সন্ধ্যাকে। যাতে ও বোঝে বউদি আছেন, কিন্তু রাগ হয়েছে বলে খুলছেন না দরজাটা।

সন্ধ্যার উপরে খানিকক্ষণ রাগ দেখিয়ে মনটা একটু শান্ত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত দরজাটা খুলে দিলেন সুনীতি। খুলে দিয়েই কোনও কথা না বলে সরে গেলেন সেখান থেকে।

সন্ধ্যাও কোনও কথা না বলে ঘরের ভিতরে ঢুকে কাজ সারতে লেগে গেল। ঘর গোছাল। ব্রেকফাস্ট তৈরি করল। বাসন মাজল।

ততক্ষণ সুনীতি এ-ঘর ও-ঘর ঘুরলেন। আশেপাশে এ-কাজে ও-কাজে ব্যস্ত থাকার ভান করলেন আর আড়চোখে লক্ষ করতে লাগলেন সন্ধ্যাকে। আবার বাচ্চা হবে ওর। শরীর জুড়ে তারই আবহ। আস্তে আস্তে মনটা নরম হয়ে এল তাঁর। তবু পরোক্ষে শোনালেন, 'এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, কোনও বস্তি-ফস্তি নয়। তাই যখন খুশি এলে চলে না। ঠিকঠাক আসতে না পারলে একেবারে না এলেই তো হয়!' বললেন বটে, কিন্তু বিপরীতে কোনও প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল না।

ধীরে ধীরে মাথাটা ঠান্ডা হলে ক্রমশ ব্রেকফাস্ট সারলেন। চাও খেতে লাগলেন খানিকটা সময় নিয়ে। সন্ধ্যা সেই যে মুখে কুলুপ এঁটেছে, এখনও আছে সেরকম। সুনীতি আড়চোখে দেখছেন তাকে, কিন্তু কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মুখ খুললেন তিনি, 'কী রে, দোষ করলে মুখে বুঝি তালা পড়ে?' তাতেও উত্তর না পেয়ে গলাটা নরম সুরে বললেন, 'দ্যাখ সন্ধ্যা, যে কোনও কিছুর একটা লিমিট আছে, বুঝলি? আমি বলে যাচ্ছি, কিন্তু তুই যেন পাত্তাই দিচ্ছিস না!'

এবারও মুখ ফেরাল না সন্ধ্যা। তবে বলল, 'আর দেরি হবে না বউদি।'

‘ব্যস ? কথাটা এই নিয়ে কদিন বললি বল তো ?’

উত্তর দেবে কী, অপরাধী বরং আগের মতোই চুপচাপ।

‘তুই ভাল করেই জানিস মাসি যতদিন না আসছে, ততদিন তুই-ই আমাদের ভরসা। সব জেনেশুনেও যদি এরকম করিস তো কী করে পারি বল ? কী হয়েছিল কী ? নির্ঘাৎ অন্য কোনও বাড়িতে আটকে গেছিলি ?’

‘না। আটকে যাব কেন ?’

‘তবে দেরি হল যে ?’

সন্ধ্যার স্ফীত দেহাংশের দিকে তাকিয়ে কারণটা যেন অনুমান করতে পারলেন সুনীতি, ‘তবে কি শরীর খারাপ না কি রে তোর ?’

উত্তরে সন্ধ্যা মাথা নাড়াল শুধু। তার মানে ‘না’।

‘তা হলে হয়েছিলটা কী বলবি তো ! বাড়িতে কিছু হয়েছে ? বরের সঙ্গে গন্ডগোল করেছিস ?’

সন্ধ্যা এবার একেবারে ভেঙে পড়ল। ডুকরে কেঁদে উঠল সে, ‘ওগো বউদি, আমারে এট্টু বিষ এনি দ্যাও গো ...। খেয়ে মরি গো ...’

সুনীতি একেবারে অপ্রস্তুত। তাড়াতাড়ি চায়ের কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন তিনি।

‘অ্যাই, অ্যাই সন্ধ্যা ! কী হল কী, কাঁদছিস কেন ? অ্যাই !’

সন্ধ্যার কান্না ততক্ষণে আরও ঊর্দ্ধমুখী। কাঁদতে কাঁদতে সে যা জানাল, তা হল -- তার স্বামী সনাতন বাউরি রিকশা চালায়। কিন্তু মহা কুঁড়ে। মাসের বেশির ভাগ দিন ঘরেই বসে থাকে। সন্ধে হলে চুল্লুর ঠেকে যায়। তারপর মাতাল হয়ে ঘরে ফিরে কারণে অকারণে মারমুখো হয়ে ওঠে। চুল্লু খাওয়ার টাকা জোগাতে পারলে ভাল, নইলে খারাপ, খুব খারাপ। গতকাল রাতে চুল্লুর ঠেক থেকে ফিরে পঞ্চাশটা টাকা

চেয়েছিল সে। সন্ধ্যা তা দিতে পারেনি। তাতেই ক্ষেপে গিয়ে অকথ্য গালাগালের সঙ্গে তাকে প্রচণ্ড মার মেরেছে লোকটা।

আঁচল সরিয়ে পিঠের খানিকটা অংশ সন্ধ্যা উন্মুক্ত করে দিতেই একটু যেন শিউরে উঠলেন সুনীতি, 'ইস, এভাবে মেরেছে! লোকটা জানোয়ার -- না কী?"

নিজেকে ততক্ষণে কিছুটা সামলেছে সন্ধ্যা।

সুনীতি বললেন, 'তুই কিছু বলিসনি ওকে?'

'কী বলব? বলতি গেলিই তো আবার মারবে। চুলির মুঠো ধরে ঘুরোবে, য্যাখন ত্যাখন ভয় দেখায় আমারে তাড়ায়ে দিয়ে আর এট্টা বিয়ে করবে।'

'অতই সোজা? থানা-পুলিশ নেই? আমরা নেই? তুই মুখ দিয়ে 'হ্যাঁ' বল একবার। দ্যাখ কী অবস্থা করি ওর।'

সন্ধ্যা কিছুটা উৎসাহিত হয়ে বলল, 'ওর চুল্লু খাওয়াডা যদি বন্দ করা যেত বউদি, তালি হয়তো কিছু এট্টা হত।'

'শুধু চুল্লু কেন, তুই বললে ওর সব রকম নেশা বন্ধ করে দিতে পারি। এমন অবস্থা করে ছাড়ব যে, আর কোনওদিন তোর গায়ে হাত তুলতেই সাহস পাবে না।'

'কীরাম করে?'

'উপায় আছে রে, আছে। বধূ নির্যাতন আজকাল যে কত বড় অপরাধ, তা তুই জানিস না সন্ধ্যা। থানাতে গিয়ে তুই যদি এফ আই আর করিস, পুলিশ ওর কী অবস্থা করবে জানিস? ধরে একেবারে লক-আপে পুরে দেবে। তারপর টানা ক'বছর জেল।'

'জেল!'

'তবে আর বলছি কি? তুই চাইলে আর আমরা তোর পিছনে থাকলে জেল তো ওর হবেই।'

এই জেল সম্পর্কে সন্ধ্যার বেশ খানিকটা আশঙ্কা মাথা তুলে আছে। তাদের বস্তির হারাণ বিশ্বাসকে ডাকাতির অভিযোগে জেলে পুরেছিল পুলিশ। হারাণ সেই যে গেছিল আর ফিরে আসেনি। বাথরুমে গিয়ে গলায় গামছা জড়িয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল সে। বস্তির লোকে অবশ্য এখনও বলে পুলিশই তাকে পিটিয়ে মেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিল।

'জেলে নে গিয়ে যদি মারে ?'

'মারে মারবে। অমন লোকের তো মার খাওয়াই উচিত রে !'

সন্ধ্যা মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে একটু দূরে সরে গেল। মুখ বুজে কাজ সারতে লাগল।

সুনীতি বললেন, 'এক কাজ কর। তুই আজই আমার সঙ্গে থানায় চল। তোকে বিশেষ কিছু করতে হবে না। যা করার আমিই করব। এদিকের কাজকর্ম সব সেরে নে। তারপর দুজনে মিলে থানায় যাব, ঠিক আছে।'

'আজগে থাক বউদি।'

'কেন ? থাকবে কেন ? তোর এই অবস্থায় জানোয়ারটা অত মার মারল তোকে, গালিও দিল। তারপরেও তুই একথা বলছিস !'

'কিন্তু পুলিশ যদি ওরে খুব মারে ?' কথাটা খুব একটা জোরালো হল না বুঝতে পেরে সন্ধ্যা আবার বলল, 'আজ সকালে ও কথা দেছে আর কোনওদিন গায় হাত দেবে না। তাই বলতিছেলাম আজ থাক। ফের যদি কোনওদিন মারে, ত্যাখন না হয় ...।'

সুনীতি বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলেন সন্ধ্যাকে। স্পষ্ট বুঝলেন স্বামীকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে চাইছে সে। তাই যেন স্মিত হাসলেন সুনীতি। মাথা নাড়লেন ক'বার। বললেন, 'সে তুই যেটা ভাল বুঝিস করবি। থানায় যাবি, না যাবি না যাবি। কী করবি না করবি, সেটা সম্পূর্ণ তোর ব্যাপার, সন্ধ্যা। তোর ছাগল তুই দা-এ কাটবি না বটিতে কাটবি তুই-ই জানিস। আমার আর কী !'

দিন কয়েক কেটে গেছে তারপর।

সুনীতির সামনে এখন অফুরন্ত সময়। লালবাজার থানা ঘেরাও কর্মসূচি শেষ পর্যন্ত সফলই হয়েছে বলা যায়। কেননা, পুলিশ কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি আদায় করা গেছে -- অবিলম্বে ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার করা হবে, শাস্তিও দেওয়া হবে।

ওদিকে নীহার গেছেন ছেলেকে নিয়ে সেই কানপুরে। ওখানে আই আই টি-তে ভর্তি হবে অঙ্গন। অনেক টাকা খরচের ব্যাপার। তা হোক। এই যে মাসে মাসে এত টাকা জমানো, সে কার জন্যে ? ছেলের জন্যেই তো ! দুটো না, পাঁচটা না। ওই একটাই তো ছেলে তাঁদের -- সুনীতি প্রায়ই ভাবেন কথাটা।

তাঁর কয়েকটা দিন আবার কেটেছে গীতা সেনশর্মার ডিভোর্স নিয়ে। ওঁর হাজব্যান্ড সুপ্রতীপ সেনশর্মা এ যুগে অচল। মিসেস গীতাকে সঙ্গ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। অন্তত মিসেস সেনশর্মার তা-ই ধারণা। যাই হোক, ডিভোর্সটা শেষ পর্যন্ত হয়ে গেছে। গীতা এবার তাঁর চেয়ে বছর চারেকের ছোট বয়ফ্রেন্ড রোহিত আগরওয়ালকে বিয়ে করবেন। মধুচন্দ্রিমা হবে নিউজার্সিতে। তার আগে অবশ্য জমকালো একটা পার্টি দেবেন ওরা।

কাজের মাসি এদিকে দেশ থেকে ফিরে এসেছে। সুনীতির সংসার এখন তার জিম্মায়। সন্ধ্যাও কাজে আসছে নিয়মিত। তবে কাজকর্মে ঢিলেমি এসেছে কিছুটা। শরীরের মধ্যে বাড়ছে যে আগন্তুক, হয়তো বা সে একটু বিশ্রাম চায়।

মাঝে মাঝে কাজের মাসি নালিশ করে, 'ওই সন্দেরে দে আর চলবেনি মা। এবের অন্য এট্টা ব্যবস্তা করেন দিকি।'

'কেন, কী হল আবার ?'

'আইজকাল ওর যা কাজের ছিরি হইছে না। দু-তিনডে ঘর মুছতিই তো হাঁপায়ে পড়ে। এক ঘন্টার কাজ দু-ঘন্টায় সারে। বলতি গেলি বলে -- তাতে তুমার কী ?'

সন্ধ্যার শরীরের অবস্থাটা মাসি যেন বুঝেও অবুঝ। হয়তো বা সন্ধ্যার উপরে একটা চাপা ঈর্ষার ভাব কাজ করে তার মনে।

আরেকদিন আবার একই কথা তুলতেই সুনীতি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আহ মাসি ! তোমার তো শুনেছি চার-চারটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল। ওর অবস্থাটা একটু বোঝার চেষ্টা করো। বাচ্চা হবে। এই অবস্থায় যতটুকু করছে, সেটুকুই তো যথেষ্ট।'

মাসি তবু প্রায় আপন মনে গজ গজ করতে লাগল, 'বাচ্চা তো বছর বছর বিয়োচ্ছে। তার ওপরে আইজ এই, কাল এই। এদিকির সব ঝেমেলা তো আমারই পুহাতি হচ্চে। আর পারিনে বাপু !'

সুনীতি তাতেও ভ্রূক্ষেপহীন। সন্ধ্যার প্রতি, তার মাতৃত্বের প্রতি মমত্ববোধের কারণে ইতিমধ্যে পঞ্চাশ টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন সুনীতি। ওর যা ইচ্ছে হবে, কিনে খাবে। খাওয়া তো দরকারও। এ সময়ে ভাল ভাল কিছু, যেমন ফল-মূল -- এটা-সেটা না খেলে যে শরীরের ক্ষতি, বাচ্চারও ক্ষতি। সে কথা ভেবে এ ক'টা মাসে গোটা পঞ্চাশেক টাকা করে বাড়তি দেবার কথাও ভেবে রেখেছেন তিনি।

কিন্তু অচিরেই বোঝা গেল, যার জন্যে যত করা যায়, সে যেন তত বেশি সুযোগ খোঁজে। সন্ধ্যার অবস্থা হল সেরকম। কদিন ভালভাবে কাটতে না কাটতেই ব্যস, স্বভাব শুরু।

একদিন গেল। দু'দিনও গেল। তৃতীয় দিনও শেষ ; কিন্তু কোথায় সন্ধ্যা !

এদিকে মাসি আবার একা একা কাজকর্ম সামলাতে হিমসিম। মুখে তাই আষাঢ়ে মেঘের ছায়া। কখনও কখনও সুনীতিকে শুনিয়ে আপন মনে গজর গজর, 'ছোট ছেলেডা বাড়ি গেলিই বলে, আর কাজের দরকার নেই মা। এবার বাড়ি আসে বিশ্রাম নাও দিনি ! তা এবার দেখতিছি তাই করতি হবে। আর যাই হোক, এত বড় সংসার তো আর আমি একা সামলাতি পারব না ! আমার যা বয়েস হইছে সিডা কেউ দ্যাখে না। সবার চোক কার দিকি ? না সি সন্দে। আমি য্যানো কেউ না আর।'

অমনটাই চলতে লাগল প্রায় প্রায়ই। সেই একই গজর গজর।

চারদিনের দিন আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না সুনীতি।

সকালেই গেলেন কুর্চি বাসুর কাছে, 'অ্যাই, কুর্চি, তোমাদের পূর্ণিমা মেয়েটা কি এসেছে আজ ? এলে একটু ডেকে দেবে, ভাই ? একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম।'

কুর্চি বাসু একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সুনীতিকে জরিপ করে বলল, 'কেন, কী হল আবার ?'

'ওই যা হয়। আজ চারদিন হয়ে গেল শাহাজাদি আসছেন না। পূর্ণিমারও তো ওদিকেই বাড়ি, তাই খোঁজ নিয়ে দেখতাম ব্যাপারটা কী।'

পূর্ণিমা এসে সব শুনে তো অবাক, 'সে কি বউদি, আপনি কিছু জানেন না ?'

'কী ?'

'অগো বাড়ি থ্যেইকা লোক আইস্যা কিছু কয়ে যায় নাই ?'

'না তো ! কেউ তো আসেনি আমার কাছে।'

'সন্দের তো খুব অসুক। বিছান ছাইড়্যা উঠতে পারে না। অর ঝে বরডা ? এক্কেরে শয়তান। রাত্তিরে চুল্লু গিইল্যা আইস্যা এমুন লাতি মারছে ঝে পা পিছল্যা পইড়্যা গিয়া হসপিটাল। প্যাটে যেডা আছিল সেডা তো গ্যাছেই, সন্দেরই মরণ-বাঁচন নিয়া টানাটানি চলতি ছিল। শ্যাষ পর্যন্ত মায়েডা বাবা লোকনাথের কিরিপায় বাঁইচ্যা গ্যাছে এই ঝা।'

'কী বলছিস কী !'

'হ্যয় বউদি। সত্যি। আমি তো জাইনতাম আপনে খবর পাইছেন।'

সুনীতি মাথা নাড়লেন, না খবরটা তিনি পাননি। একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'ও এখন কোথায় ? হসপিটালে না বাড়িতে ?'

'এ কদিন হসপিটালে আছিল। কাইল ঘরে আইছে।'

সন্ধ্যাকে দেখতে যাওয়া উচিত হবে কি হবে না, সেটা প্রথমে বুঝে উঠতে পারলেন না সুনীতি। তাঁদের সমাজে কাজের বউ-এর সুবিধা-অসুবিধা, অসুখ-বিসুখ নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না।

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিধা কাটিয়ে উঠলেন তিনি। আসলে তাঁর সমাজবাদী এবং নারীবাদী মন নিগৃহীতা সন্ধ্যার অত্যাচারী স্বামীর প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহায় ক্রমশ যেন অগ্নি জ্বালামুখ।

'আমায় একবার ওর বাড়িতে নিয়ে যেতে পারিস পূর্ণিমা ? গাড়ি নিয়ে যাব। তুই শুধু সঙ্গে থাকবি। যাবি নিয়ে ?'

পূর্ণিমা বিস্মিত গলায় বলল, 'আপনে ওইহানে কী যাবেন বউদি ! বস্তি অ্যালাকা। তার চাইরদিকি নোংরা। গোন্দ। আপনের যাবার দরকের নাই। তাইর চে আপনে কন তো আমি গে খবর দেবানে, সন্দে আইস্যা এট্টা দিন দেকা কইর‍্যা যাবে।'

'না, না। আমারই একটু যাওয়া দরকার রে। তুই কখন যেতে পারবি বল ? এদিকের কাজ সেরেই চল না হয় ?'

গীতা এবং বিদিশাকে সঙ্গে নিলেন সুনীতি। তাঁদের মহিলা সমিতির পক্ষে এ একটা চ্যালেঞ্জ। হোক সন্ধ্যা অশিক্ষিতা, রেল কলোনির বস্তির অন্ধকার তাকে যতই আচ্ছন্ন করে থাক, এই একবিংশ শতাব্দীতে ক্ষমতা-স্পর্ধী পুরুষ জাতির একজনের হাতে ওভাবে নির্যাতিতা হয়েও সন্ধ্যাকে সর্বংসহা সনাতন ভারতীয় নারী হয়ে মুখ বুঁজে বসে থাকতে হবে -- এ মেনে নেওয়া যায় না। না, কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। অবশ্যই কিছু একটা করা দরকার।

পূর্ণিমা যা বলেছিল, তা-ই। বস্তি তো বস্তিই। রেল লাইনের দু'ধারে দখলদারি স্বত্বে গড়ে ওঠা এ বস্তির দুর্গন্ধময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ গীতা আর বিদিশার নাক কুঁচকাবার পক্ষে যথেষ্ট।

তা ছাড়া বস্তির লোকেদের স্বভাব-কৌতূহলে তাঁদের গাড়ি টাটা ইন্ডিকা এবং তারা তিনজনই যেন বিশেষ দর্শনীয় বস্তু।

তাঁদের সঙ্গে গাড়ি থেকে নামতে দেখে পূর্ণিমাকেও অবাক চোখে দেখছে অনেকে।

সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পূর্ণিমা বলল, 'গাড়ি এইখেনেই থাক বউদি। সন্দের ঘর এট্টু ভেতরে। কষ্ট কইরে এটুকুন হেঁইটে যেতি হবে।'

সুনীতি ভাবছিলেন বস্তির মহিলাদের কথা। হয়তো এদের মধ্যে লুকিয়ে আছে সন্ধ্যার মতো আরও অনেক সন্ধ্যা, যারা প্রতিনিয়ত নারীত্বের অবমাননায় ক্লিষ্টা।

এদিকে-ওদিকে দু-চারটে ছোট ছোট মেয়ে সমবয়সি কি একটু বড় কিছু ছেলের সঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছে। খালি গা। এরাই একদিন পূর্ণা নারী হবে। আজ যে সব ছেলের সঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছে, হয়তো একদিন এদেরই কারও দ্বারা হবে অবহেলিতা, অবমানিতা।

এ সমস্যার সমাধান আছে এদের আর্থিক বিকাশে। শিক্ষার প্রসারে -- জানেন সুনীতি। কিন্তু তাঁদের সামর্থ্য কতটুকু ? তবু চেষ্টা করতে হবে। অন্তত এখন থেকে শুরু হওয়া উচিত যাবতীয় উদ্যোগ। ভিতরে ভিতরে সুনীতি সত্যিই একটা তাগিদ অনুভব করতে লাগলেন।

পূর্ণিমা যে ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে তাঁদের দাঁড় করাল, সেটা টালির ছাউনি আর মুলিবাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা চালাঘরমাত্র। সামনে এক ফালি দাওয়া। সেই দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে কালো, ক্ষয়াটে চেহারার বছর চল্লিশের একটা লোক বিড়ি টানছিল। সুনীতিদের দেখে পা গুটিয়ে নিয়ে সে ফিরে তাকাল পূর্ণিমার দিকে। ইশারায় যেন জিজ্ঞাসা।

'সন্দের বউদিরা গো। সন্দেরে দ্যাখতে আইছে।' বলল পূর্ণিমা। বলে মুখ ফিরিয়ে এদিকে আবার ইশারায় জানান দিল -- সন্দের বর।

লোকটাকে আরেকবার দেখলেন সুনীতি। কেমন যেন লোফার লোফার চেহারা। একটু যেন গোঁয়ারও। আর অভদ্র তো বটেই। তাঁদের পরিচয় শোনার পরও কেমন নির্বিকার।

পূর্ণিমা ততক্ষণে হাঁক পেড়েছে, 'কই রে সন্দে, ঘরে আছিস ? দ্যাক কারা আইছে।'

ঘরের ভিতর থেকে ক্ষীণ প্রত্যুত্তর, 'কিডা ?'

'আমি রে সন্দে। পুন্নি। বেইরে আয়। তোর বউদি আইছে। সুনীতি বউদি।'

'বউদি!' সন্ধ্যার গলায় যেন বিস্ময়। যতটা তাড়াতাড়ি তার পক্ষে সম্ভব, অনেক কষ্টে তত তাড়াতাড়িই বেরিয়ে এল সে। কিন্তু সামলাতে না পেরে দরজা ধরে বসে পড়ল তখনই।

পরক্ষণে সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই বাধা দিলেন সুনীতি, 'থাক, থাক। তোর আর উঠতে হবে না। তুই বোস। বসে থাক।'

সন্ধ্যা সম্ভবত তার অনুপস্থিতির কারণটা বলবার জন্যে সচেষ্ট হচ্ছিল। তাকে সুনীতি থামলেন, 'আমি পূর্ণিমার কাছে সব শুনেছি। তা গন্ডগোলটা হল কী নিয়ে?'

'সেই রোজ ঝা হয়। টাকা-পয়সা --।'

'লাথি মেরেছিল শুনলাম?'

'হ্যাঁ। ঠিক একেনটায়।' সন্ধ্যা ছলছল চোখে আঘাতের জায়গাটা দেখাল হাত দিয়ে।

'ডাক্তার কী বলেছে? বাচ্চাটা আছে না নেই?'

এবার শব্দ করে কেঁদে উঠল সন্ধ্যা।

সুনীতি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'এই সন্ধ্যা, না। কাঁদবি না। ভেঙে পড়বি না একদম। আমরা তো আছি। কোনও চিন্তা করিস না। এর একটা হেস্তনেস্ত এবার করেই ছাড়ব। লোকটা ভেবেছে কী, অ্যাঁ? বউ মানেই গরু-ছাগল। আজই আমাদের সঙ্গে থানায় যাবি তুই। এক্ষুনি।'

গীতা সমর্থনের ভঙ্গিতে বললেন, 'সত্যিই তো, এভাবে কেউ মারে! এটা রীতিমতো ক্রাইম। এর বড় রকমের একটা শাস্তি হওয়া উচিত।'

পাল্টাভাবে বিদিশা শোনালেন, 'ওরে বাবা, আমাদের সোসাইটিতে এরকমটা ঘটলে এতক্ষণে ডিভোর্সের কাগজপত্রই রেডি হয়ে যেত।'

একটা দু-টো করে লোক জমছে। ওঁদের কথা শুনছে সবাই। কাণ্ড দেখছে। বক্তব্যও রাখছে কেউ কেউ।

ফাঁক বুঝে অবশ্য সন্ধ্যার গুণধর স্বামীটি ততক্ষণে উধাও। তার নানান গুণকীর্তির দৃষ্টান্ত শোনা গেল লোকজনের মুখে। মদ খায়। বদরাগী। আরও কত কী।

গাড়ির মধ্যে বসে সন্ধ্যা যা শোনাল, তা তো আরও মারাত্মক। তার স্বামীর নাকি নারীসঙ্গ দোষটিও আছে।

স্বভাবতই সুনীতিরা ক্রুদ্ধা।

'থানায় গিয়ে সব বলবি। সব। কোনও কিছুই গোপন করবি না। ব্যাটাকে পুলিশে দেওয়াই তো উচিত। যে এভাবে তোকে মারল, সবচেয়ে বড় কথা তোর বাচ্চাকেই শেষ করে দিল, তার জন্যে কীসের দরদ রে! ধর তোকে যদি ও ছেড়েও দেয়, তো তোর ভয় কী? তুই কি ওর খাস না পরিস? তুই যা রোজগার করিস, ছেলেমেয়ে নিয়ে দেখবি তোর দিব্যি চলে যাবে।' সুনীতির মুখে উপদেশ।

গীতা বললেন, 'তা ছাড়া ও যদি আবার বিয়ে করতে চায়ও, তো ওর যা ফিগার এখনও, যা বয়স, তাতে অনেকেই ঝাঁপিয়ে আসবে। কী বলো বিদিশা?'

উত্তরের বদলে বিদিশার মুখে এক চিলতে হাসি।

সন্ধ্যা অবশ্য ওসব নিয়ে ভাবছে না। এ কদিনে সে মনটাকে অনেক শক্ত করেছে। না, আর চুপ করে থাকা যায় না। এই যে এতদিন ধরে যখন-তখন তাকে মেরেছে-ধরেছে, সে তো চুপই থেকেছে। এবারও যদি তাকে আধমরাও করে ফেলত তো তেমন কিছু বলার ছিল না। কিন্তু কী হল? কাকে মারল? না নিজের ছেলেকেই। কেন, কী দোষ করেছিল ও?

মনে মনে সে আরও শক্ত, আরও দৃঢ় হতে থাকে। হোক, শাস্তি কিছু একটা হোক মিনসের। শিক্ষা হোক একটু। সারা রাস্তা মনের মধ্যে এই কপচানি।

কিন্তু থানার সামনে এসে গাড়িটা থামতেই বুকের মধ্যে কেন কে জানে ধক করে উঠল সন্ধ্যার। তারপর ধুকপুক।

গাড়ি থেকে নামা, থানার দিকে এগিয়ে যাওয়া -- এটুকুর মধ্যে মনে ক্রমশ উল্টো স্রোত -- কাজটা ঠিক হচ্ছে তো ? সে কোনও ভুল করতে যাচ্ছে না তো ?

পরক্ষণে আবার বুকে সাহস, না। ভুল কীসের। যেখানে-সেখানে মারার সময় মিনসের খেয়াল থাকে না কেন ?

ভিতরে ঢোকার আগে সুনীতিদের আরেক দফা অনুশীলন, 'কী রে, সব মনে আছে তো ?'

'আছে।'

'ঠিকঠাক বলিস কিন্তু সব। উল্টো-পাল্টা করিস না আবার !'

'না, না।'

মুখে 'না, না' বললে কী হবে, সন্ধ্যার মনের মধ্যে আবার উথাল-পাথাল শুরু হয়ে গেছে।

থানায় এই তার প্রথম আসা। ভিতরের অবস্থার কথাও সে কিছুই জানে না।

ধরাধরি করে এনে তাকে ওঁরা বসিয়ে দিয়েছেন একটা বেঞ্চের উপরে।

ভিতরে আরও পাঁচ-ছয়জন বসে আছে। তার মধ্যে দু'জন মহিলা।

একজন দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে পান চিবোচ্ছে। আর মাঝে মাঝে অদৃশ্য কাউকে যেন খিস্তি ছুড়ে দিচ্ছে। আরেকজন দু-হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। বাকি লোকগুলোর উদ্বিগ্ন চোখ-মুখ।

তারা বসে থাকতে থাকতেই পুলিশ তিনটি ছেলেকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে এসে লক-আপে ঢুকিয়ে দিল।

পান চিবোতে থাকা সেই মহিলা তা দেখে আবার উষ্ণ, 'এই হারামির বাচ্চারা। ঘরে তোদের বাপ-ছেলে-মেয়ে নেই ? তাদের এনে লক-আপে ঢোকা না। শালা, চুতিয়ার বাচ্চা সব ...।'

তাতে ভিতর থেকে এক কনস্টেবল এ ঘরে একটু মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই মাগি, চুপ কর। এবার ধরে কিন্তু ঠিক লক-আপে পুরে দেব।'

মহিলাটি তবু আরও উষ্ণ, 'দে না, দে। দিচ্ছিস না কেন ? শালা তোদের চিবিয়ে খাব। মুণ্ডু ছিড়ে ডুগডুগি বাজাব। শালা হারামি কোথাকার।' বলে পিচিক করে দেওয়ালের কোণায় পানের পিক ফেলল বউটা।

কনস্টেবলটা রেগে যাওয়ার বদলে হাসছে। যেন এটাই স্বাভাবিক।

পাশে বসে থাকা আরেকজনকে জানাল, 'মাথাটা গেছে। বরটাকে চুরির দায়ে পুলিশে ধরার পর থেকেই ...। রোজ সকালে থানায় আসে।'

সন্ধ্যার বুকের মধ্যে দুরদুর করে উঠল। মনের মধ্যে একটা অজানা আশঙ্কার উঁকি-ঝুঁকি -- ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো ? হাজার হোক মানুষটা তার সোয়ামি। সুখ-দুঃখের সঙ্গী।

সে ক্রমশ গুটিয়ে যেতে লাগল। মনে, চাল-চলনেও ক্রমশ আড়ষ্টতা।

থানার ডিউটি অফিসার সুনীতিদের মোটামুটি চেনেন। ওঁদের দেখে একগাল হেসে বললেন, 'আরে আপনারা ! আসুন, আসুন। বসুন।'

গীতা-বিদিশারা হাসছেন।

সুনীতিও হেসে বললেন, 'চিনতে পেরেছেন ?'

'আরে বাপ, চিনতে পারব না। আপনারা হলেন গিয়ে কী বলে ... ? কাঁকড়ার জাত। না চিনতে চাইলে ছাড়বেন ? তা ছাড়া আমাদের থানায় এক দিকে চোর-ডাকাত, আরেক দিকে আপনারা। আপনাদের নিয়েই তো আমাদের যত কারবার। আজ বধূ-হত্যা, কাল রেপ, পরশু ...'

'আমরা তা হলে আপনাদের শুধুই জ্বালাতন করি, বলুন ?'

'জ্বা ... আরে না, কী যে বলেন। যদ্দিন ধরে বধূ-হত্যা চলবে, রেপ হবে, তদ্দিন আপনারাও থানায় আসবেন আর আমাদেরও ছুটে বেড়াতে হবে। এ আমাদের ভবিতব্য, ম্যাডাম। তা আজ কী মনে করে ? আবার কী কেস ? এই তো সেদিন রেপ নিয়ে ... ।'

সন্ধ্যাকে দেখিয়ে সুনীতিই খুলে বললেন ঘটনাটা।

সব শুনে অফিসারের সেই বাঁধা কথা, 'এ তো আজকাল আকছার লেগেই আছে। তা কী করতে হবে ? থানায় এনে দু-চার ঘা দিয়ে কদিনের জন্যে লক-আপে ভরে দেব, এই তো ?'

'সে আমরা কী জানি ? ক্রাইমের নেচার বুঝে যা করার, সে তো আপনারাই করবেন।'

'ওই হল আর কী। কিছু একটা যে করতে হবে, সে তো বুঝতেই পারছি। ঠিক আছে। রিপোর্টে লিখিয়ে যান। দেখছি কী করতে পারি।'

কিন্তু রিপোর্ট লেখাবার সময় সন্ধ্যাকে আর আগের মেজাজে পাওয়া গেল না।

অফিসার তার কাছে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিতে চাইছেন, যাচাই করতে চাইছেন।

অথচ সন্ধ্যা নিশ্চুপ।

'কী হল ? উত্তর দাও !'

তবু সন্ধ্যা চুপ-চাপ। তার মনে পড়ছে ছেলের কথা, মেয়ের কথা। এবং কী আশ্চর্য ওই শত্তুরের কথাও। মনের পর্দায় তাদের ঘর, সংসার। তাতে চারজন মানুষ। পুটির বাবা রিকশা চালিয়ে বাড়ি এসে দাওয়ায় বসে পড়েছে। সারা গায়ে ঘাম। ছোট্ট পুটি বাবাকে দেখে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কোলের উপরে। লোকটা তাকে আদর করছে। হামি খাচ্ছে পুটির ছোট্ট কচি মুখে। সন্ধ্যা কী করে ভুলবে, যে আসছিল সে শুধু তার একার না, ওই লোকটারও ? ভাবছে সে। ভেবে চলেছে।

এদিকে অফিসার অধৈর্য হচ্ছেন ক্রমশ। গীতা-সুনীতিরাও তাই।

শেষ পর্যন্ত আর চুপ করে থাকতে না পেরে রাগত স্বরে সুনীতি বললেন, 'কী রে, মুখে কথা নেই যে একদম ? তোর বর তোকে কীভাবে মেরেছে সেটা স্যারকে বল। যা, যা জানতে চান উত্তর দে ...।'

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সন্ধ্যা, 'ওরে তুমি ছেইড়ে দাও বউদি। ওরে তুমি পুলিশি দিওনি গো। পুলিশি দিওনি ...।'

সুনীতি হতভম্ব। অন্যান্যদেরও চোখে-মুখে বিস্ময়, ঘটনার পরম্পরা না মেলাতে পারার অক্ষমতা। গীতা কেবল অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, মেয়েটা কী বোকা রে, কী বোকা !

বোকা মেয়ে সন্ধ্যা কাঁদতে লাগল। কাঁদতেই লাগল।

❖ সমাপ্ত ❖

|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com